

ইডেন কলেজে ক্লাস হয় নাই পরিস্থিতি থমথমে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ছাত্রদের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনার পর গতকাল (বৃহস্পতিবার) কলেজের কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় নাই। কলেজে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ গত বুধবার এটি ছাত্রী হোস্টেল বন্ধ ঘোষণার পর ছাত্রীরা হল ছাড়িয়া গিয়াছে। উল্লেখ্য, ছাত্রদল নেত্রী হেলেন জেরিন খান ও জুবলী-রোকন গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে নেত্রী-জের কোন্ডল নিয়া গত মঙ্গলবার রাতভর এবং গত বুধবার দিনে কয়েক ঘণ্টা সংঘর্ষে ২০।২৫ জন ছাত্রী আহত হয়। ছাত্রীরা সংঘর্ষে বোমা, এসিড, বাঁটা, ভাঙ্গা বোতল ও হকি-স্টিক দিয়ে প্রতিপক্ষের কর্মীদের আক্রমণ করে। কলেজে মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। জানা যায়, সম্প্রতি ছাত্রদল ইডেন কলেজ শাখা ভাঙ্গিয়া দিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ও ছাত্রদল নেত্রী হেলেন জেরিন খানকে আহ্বায়ক ও অপর নেত্রী জুবলীকে সহ-আহ্বায়ক করা হইলে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি এবং হুমুস শুরু হয়। কলেজের ছাত্রদল কর্মীরা দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই কোন্ডলের জের হিসাবে গত মঙ্গলবার মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপি'র জনসমাবেশে ইডেন কলেজ হইতে হেলেনের নেতৃত্বে এবং জুবলী-রোকনের নেতৃত্বে দুইটি পৃথক মিছিল যায়। এই সময় একটি মিছিল হইতে অপর মিছিলের একজন ছাত্রীকে মারধর ও চুল ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করা হইলে উভয় মিছিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। মারমুখী অবস্থায় তাহারা সন্মাবেশে যোগদান করে। সমাবেশ শেষ হইলে সন্ধ্যায় কলেজে ফিরিয়া আসিয়া, হেলেন জেরিন ও জুবলী রোকন গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি ও চলাচল শুরু হয়। রাত ৯টার দিকে পুরাতন হোস্টেল, নতুন হোস্টেল ও জুবলী হোস্টেলের ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে এই ঘটনা ছড়াইয়া পড়ে। ছাত্রীরা প্রতিপক্ষকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করিতে থাকে। এক পর্যায়ে উহা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ছাত্রীরা প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বোমা, ভাঙ্গা বোতল, ইট-পাটকেল ও এসিড নিক্ষেপ করে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ছাত্রী জানান, সংঘর্ষ চলাকালে কয়েকজন ছাত্রীর কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রভোক্তার সহযোগিতায় রাত ১২ টায় কলেজ ক্যাম্পাসে মহিলা পুলিশ প্রবেশ করিলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হইয়া আসে। বুধবার ভোরে পুনরায় উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়াছে, সংঘর্ষ চলাকালে কিছু সংখ্যক তরুণ কলেজের বাহির হইতে ছাত্রীদের বোমা, ককটেল-সহ হাতিয়ার সরবরাহ করে।

ইডেন কলেজে (১ম পৃ: পর)

রোকন গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে নেত্রী-জের কোন্ডল নিয়া গত মঙ্গলবার রাতভর এবং গত বুধবার দিনে কয়েক ঘণ্টা সংঘর্ষে ২০।২৫ জন ছাত্রী আহত হয়। ছাত্রীরা সংঘর্ষে বোমা, এসিড, বাঁটা, ভাঙ্গা বোতল ও হকি-স্টিক দিয়ে প্রতিপক্ষের কর্মীদের আক্রমণ করে। কলেজে মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। জানা যায়, সম্প্রতি ছাত্রদল ইডেন কলেজ শাখা ভাঙ্গিয়া দিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ও ছাত্রদল নেত্রী হেলেন জেরিন খানকে আহ্বায়ক ও অপর নেত্রী জুবলীকে সহ-আহ্বায়ক করা হইলে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি এবং হুমুস শুরু হয়। কলেজের ছাত্রদল কর্মীরা দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই কোন্ডলের জের হিসাবে গত মঙ্গলবার মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপি'র জনসমাবেশে ইডেন কলেজ হইতে হেলেনের নেতৃত্বে এবং জুবলী-রোকনের নেতৃত্বে দুইটি পৃথক মিছিল যায়। এই সময় একটি মিছিল হইতে অপর মিছিলের একজন ছাত্রীকে মারধর ও চুল ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করা হইলে উভয় মিছিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। মারমুখী অবস্থায় তাহারা সন্মাবেশে যোগদান করে। সমাবেশ শেষ হইলে সন্ধ্যায় কলেজে ফিরিয়া আসিয়া, হেলেন জেরিন ও জুবলী রোকন গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি ও চলাচল শুরু হয়। রাত ৯টার দিকে পুরাতন হোস্টেল, নতুন হোস্টেল ও জুবলী হোস্টেলের ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে এই ঘটনা ছড়াইয়া পড়ে। ছাত্রীরা প্রতিপক্ষকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করিতে থাকে। এক পর্যায়ে উহা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ছাত্রীরা প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বোমা, ভাঙ্গা বোতল, ইট-পাটকেল ও এসিড নিক্ষেপ করে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ছাত্রী জানান, সংঘর্ষ চলাকালে কয়েকজন ছাত্রীর কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রভোক্তার সহযোগিতায় রাত ১২ টায় কলেজ ক্যাম্পাসে মহিলা পুলিশ প্রবেশ করিলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হইয়া আসে। বুধবার ভোরে পুনরায় উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়াছে, সংঘর্ষ চলাকালে কিছু সংখ্যক তরুণ কলেজের বাহির হইতে ছাত্রীদের বোমা, ককটেল-সহ হাতিয়ার সরবরাহ করে।

একটি সূত্র জানায়, ছাত্রী নিবাসে চাঁদাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। হেলেন গ্রুপের কর্মীরা পুরাতন হোস্টেলে চাঁদা তুলিতে গেলে জুবলী-রোকন গ্রুপ বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়।

এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ সংঘর্ষের

প্রেক্ষিতে গত বুধবার দুপুর ১ টায় ৪ ঘন্টার নোটিসে বিকাল ৫টার মধ্যে হোস্টেল ত্যাগের জন্য ছাত্রীদের প্রতি নির্দেশ দেয় এবং হোস্টেল বন্ধ ঘোষণা করে।

অপরদিকে হেলেন জেরিন খান গতকাল রাতে এক বিবৃতিতে বলেন, কিছুসংখ্যক বহিরাগত মেয়ের সহায়তায় এক দল মান্তান ইডেন কলেজে হামলা চালাইয়া ব্যাপক বোমাবাজি ও ভাংচুর করে।